সংবাদ

তারিখ 28 JAN 2009

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র রাজনীতির চালচিত্র — ৪

ছাত্র সংসদ নেই জবাবদিহিতাও নেই

আশরাফুল ইসলাম কচি

দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ায় সাধারণ ছাত্রদের কাছে ছাত্র সংগঠনগুলোর কোন জবাবদিহিতা নেই। ছাত্রদের দাবি নিয়ে আন্দোলনের সাধারণ কোন প্লাটফর্মও থাকছে না। জাতীয় রাজনীতির নেতিবাচক চর্চাগুলোর দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি। লক্ষ্যশূন্য ছাত্র রাজনীতি মূলধারার রাজনীতির প্রভাবে কলুষিত হয়ে পড়ছে। ফলে মেধাবীরাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ছাত্র রাজনীতি থেকে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকার ফলে ছাত্ররাও ভুগতে বসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাদেরও নেই : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

নেই : ছাত্র সংসদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটা ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র প্রতিনিধি না থাকায় বর্তমান ছাত্র নেতারা মূল ধারার রাজনীতিতে পা ভাসিয়ে দিচ্ছেন। ছাত্রদের অধিকারভিত্তিক আন্দোলনের চেয়ে তাদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠছে দলের কর্মকাণ্ড। জড়িয়ে পড়ছেন লেজুড়বৃত্তির রাজনীতিতে। ছাত্রদের আবাসন সমস্যা, পরিবহন সমস্যা, চিকিৎসা সমস্যা, শিক্ষা অবকাঠামো সমস্যাসহ কোন সমস্যাতেই বর্তমান ছাত্র নেতারা মাথা ঘামান না। ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। অনেকের মতে, ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়মিত হলে ছাত্র নেতাদের জবাবদিহিতার একটা জায়গা থাকত।

দেখা গেছে, অতীতে ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড ছাত্রদের অধিকারভিত্তিক ছিল না। গত জোট সরকারের আমলে ছাত্রদল নেতা কর্মীরা বহু অঘটন ঘটিয়েছেন। যার সঙ্গে ছাত্রদের অধিকারের বিষয়টির কোন সম্পৃক্ততাই ছিল না। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হল, ছাত্রাবাস দখল করেছেন। মারধর করেছেন সাধারণ ছাত্রদেরও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে নিজ দলের কর্মীদের হামলায় খোকন হত্যা, ২০০৩ সালে শামসুননাহার হলে ছাত্রদল ক্যাডারদের দিয়ে ছাত্রী নির্যাতন, জহুরুল হক হলের ছাত্রদল সভাপতি তানজিল কর্তৃক মতিঝিলে পুলিশ সদস্য হত্যা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এছাড়া ২০০৭ সালের আগস্টের ঘটনায়ও আটক ছাত্র শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়ে প্রথমে ছাত্রদল নেতাদের কোন ভূমিকা ছিল না। সেই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হল দখল, চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠছে। অথচ তাদের জবাবদিহিতার কোন জায়গা নেই। দুই একটি ইস্যু নিয়ে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলন করলেও ছাত্রদের অধিকারভিত্তিক অধিকাংশ ইস্যু নিয়ে ছাত্র নেতাদের কোন গরজ নেই।

এ জন্য সংশ্লিষ্টরা ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা জোরেশোরে বলছেন। দেশের প্রথম ছাত্র সংসদ নির্বাচন শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালের ১ জুলাই। ১৯২৪-২৫ সালে ডাকসু শুরু হয়। প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যোগেন্দ্র সেন গুপ্ত। ১৯২৫-২৬ সালে ভিপি নির্বাচিত হন মমতাজ উদ্দীন আহমেদ এবং জিএস একে মুখার্জি। সমাজসেবা, ক্রীড়া, সাহিত্য, সংস্কৃতি যেন ডাকসুর প্রাণ- আর ঢাবির প্রাণ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী তথা ডাকসু। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং সর্বোপরি ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ডাকসু'র অবদান অনস্বীকার্য। ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পর ছাত্র সংগঠনগুলো সরকারদলীয় এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়া ছাড়া কিছুই করতে পারেনি। এই নিয়ে ছাত্রদের কাছে কোন জবাবদিহিতাও নেই ছাত্র নেতাদের।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক 'সংবাদ'কে বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলোর জবাবদিহিতার জন্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কোন বিকল্প হতে পারে না। কেন না এতে ছাত্র প্রতিনিধিরা ছাত্রদের অধিকার নিয়ে সিনেট, সিন্ডিকেটসহ নানা স্থানে কথার বলা অধিকার পায়।

অনেকের মতে, একমাত্র নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন চর্চাই ছাত্র রাজনীতির অতীত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে দিতে পারে। নির্বাচন না থাকার ফলে সহজেই জাতীয় রাজনীতির প্রভাবে কলুষিত হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি। জাতীয় রাজনীতিকে উল্টোভাবে প্রভাবিত করে কলুষমুক্ত করতে প্রয়োজন ছাত্র রাজনীতিতে মেধাবীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা বলেন, ছাত্র নেতাদের জবাবদিহিতার জন্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে ছাত্র নেতাদের জবাবদিহিতার জায়গা তৈরি হবে। কেন না ছাত্রদের ভোটে নির্বাচিত হলে তার দায় দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গোলাম কিবরিয়া শাহীন বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের অধিকার ভিত্তিক আন্দোলনের জন্য ছাত্র নেতাদের জবাবদিহিতার কোন বিকল্প নেই। এ জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোকে সাধারণ ছাত্রদের পাশে থাকতে হবে।